সামান্য লেখা

রজতশুভ্র মজুমদার

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

শ্রীরজতশুভ্র মজুমদার মূলত কবি। তাঁকে কবিতাতেই চিনি। তিনি এবারে এসেছেন গদ্য নিয়ে। এই গ্রন্থ তাঁর প্রথম গদ্য-সংকলন। নানা বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর গদ্যচর্চা। সাহিত্য আলোচনা থেকে প্রকৃতিপাঠ, ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে সমাজচেতনা— নানা ধরনের বিষয় নিয়ে ছোটো বড়ো রম্যগদ্যের টুকরো এখানে রয়েছে। যাঁরা ওঁর কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে এই বইয়ের স্বাদ আরেকরকম লাগবে। বিষয় বৈচিত্র্যে এবং ভাষার সহজ সুষমায় নতুন করে নজর কাড়ে বইটি। আশা করব গদ্যের পাঠকরা আর কবিতার পাঠকরা তাঁকে সমানভাবে আবিষ্কার করবেন। আমি তাঁর কবিতা পড়ছি অনেকদিন ধরে, গদ্য দেখলুম এই প্রথম। কল্যাণীয় রজতশুভ্রকে গদ্যের জগতে স্বাগত জানাই, আশা করি কবিতার মতোই সাফল্য অর্জন করবেন তিনি।

০৬.০৬.২০১১

নবনীতা দেব সেন
'ভালো-বাসা'

লেখকের নিবেদন

বড়ো অস্থির সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক হানাহানি—হিংসা বনাম প্রতিহিংসায় বিপন্ন মানুষ। একদিকে উপগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীকে জুড়ে দিয়ে মহাকাশে পৌঁছানোর সিঁড়ি আবিষ্কার করতে চলেছে মানুষ, মানুষই অন্যদিকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমানোর আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা মেনে না নিয়ে ডেকে আনছে বিশ্ব-উষ্ণায়নের বিপদ। ১৯৯০ সালে সারা পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ যতখানি ছিল, ২০৫০ সালে নিঃসরণের পরিমাণ যদি তার অর্ধেকের কম না হয় (যার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে) ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা তাহলে পরিবেশ সহনসীমার মাত্রা ছাড়াবে, পৃথিবীর পরিবেশের উপর যার প্রভাব হতে পারে বিধ্বংসী ও অসংশোধনীয়। বিশ্বায়নের দৌলতে একদিকে যেমন পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি গ্রামে অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তি মানুষ একাকিত্বের অন্ধকারে আরো বেশি করে তলিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। এই একা মানুষের শেষ অবলম্বন বই।

আমার এই বইটিতে গত দু-আড়াই বছরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমার লেখা কুড়িটি টুকরো গদ্য সংকলিত হয়েছে। গদ্যগুলির অলঙ্করণ করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় শুভাপ্রসন্ন, যোগেন চৌধুরী, হিরণ মিত্র, শ্যামল জানা, শ্যামলবরণ সাহা ও অরুণ চক্রবর্তী। এঁদের আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় কবিরুল ইসলাম, কুমার রাণা ও অরবিন্দ নন্দীকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয়া নবনীতাদিকে যিনি এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন, প্রচ্ছদ শিল্পীকে এবং অবশ্যই আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সন্দীপদা ও তাঁর সমস্ত প্রকাশনা-কর্মীকে... সবশেষে স্মরণ করি সেইসব পাঠককে যাঁরা হবেন এ-বইয়ের নিরপেক্ষ বিচারক।

শান্তিনিকেতন
০৪.০৮.২০১১

রজতশুভ্র মজুমদার

সূচিপত্র

আমার রবীন্দ্রনাথ	১১
আমার কবিতা-পড়া, কবিতা-লেখা...	১৫
আন্তর্জাতিক নারীদিবস—	
নারীবাদ ও অবরোধমুক্তি : একটি চর্বিতচর্বণ	২১
গুন্টার গ্রাস : কলকাতাকে যেভাবে দেখেছেন	২৭
এ কোন বিচার!...	৩৫
একক মানুষ : অম্লান দত্ত	৪১
কাকের কীর্তি	৪৭
এক সুভাষ মুখোপাধ্যায় নয়, বহু সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৫১
অনুভব	৬১
আশ্রমকন্যা	৬৫
অপত্য	৬৯
কর্মসংস্কৃতি	৭৩
নিজের পায়ে দাঁড়াও : দাঁড়ালাম। তারপর?...	৭৭
মালঞ্চের বেড়া...	৮১
নববর্ষ	৮৭
বিনি সুতোর মালা	৯১
ছুটি, প্রভু, ছুটি...	৯৯
যদি না পড়ে ধরা...	১০৩
উপহার	১০৯
প্রত্যাখ্যান	১১৫

আমার রবীন্দ্রনাথ

সারাদিনের প্রস্তুতি ছিল অনেক। আকুল আহ্বানে কোনো ত্রুটি ছিল না—

এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে...

দোরের আগল ছিল হাট করে খোলা। উঠোনে বিছিয়ে রাখা হয়েছিল শূন্য কলস। অমল ধবল পালে লেগেছিল মন্দ মধুর হাওয়া। গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা। মেঘের উপর মেঘ। যেন রঙের উপর রং। আমার কথা ছিল অনেক। সে আসবে বলে। তাকে বলব বলে।

হ্যাঁ, প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি ছিল না; প্রতীক্ষায় কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু সে এল কই? সে কি আসবে না? অনন্ত প্রতীক্ষায় আমার চোখ ঢুলুঢুলু। তারপরে কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না।

আমি ঘুমিয়ে আছি। অভিমানে ঘুমিয়ে গেছি আমি। সে আসব বলে আসেনি। তারপর তিমির নিবিড় রাতে যখন সে এল, তখন আমি মগ্ন ছিলাম গহন ঘুমের ঘোরে। দিকে দিকে প্লাবন-ঢালা শ্রাবণ ধারাপাতে সঘন গগন মত্ত। আমার 'স্বপ্ন-স্বরূপ' যেন 'বাহির' হয়ে এল তার ডাকে।

হ্যাঁ, আমার কবিজন্ম জুড়ে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছেন, জড়িয়ে রয়েছেন প্রতিটি পরতে পরতে। অবিচ্ছেদ্য এই সম্পর্ক। অনবদমিত এর আবেদন। অনির্বচনীয় এর মহিমা। নিজের সঙ্গে নিয়ত বোঝাপড়ার সময়

অন্তর্জাগতিক ঝড়ের রুদ্র দাপটে যখন তোলপাড় হয়ে যায় আমার নিঃসঙ্গ 'ভিতর-ঘর', প্রকাশের তীব্র যন্ত্রণায় যখন হাহাকার করে অন্তর্বেদনা, ঠিক তখনই আসেন রবীন্দ্রনাথ। কিংবা যখন রবীন্দ্রনাথ আসেন, আমার অন্তর্লীন মহানিস্তব্ধের প্রান্তে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অনিবারণীয় সন্তাপ কোনো অতিলৌকিক সুন্দরের স্পর্শে কবিতা হয়ে ফুটে ওঠে। তার দল, তার কেশর, তার প্রতিটি পরাগ ভিজে যায় বৃষ্টির জলে। ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় জীবনের যত কলঙ্ক, যত অনভিপ্রেত ইতিহাস। সৃজনের সেই অনপেক্ষিত অথচ অনাবিল সৌন্দর্যের কাছে নতজানু হয়ে যায় অনুবন্ধী জীবন-যন্ত্রণার ইতিহাস। তখন অদ্ভুত আলো ফোটে আকাশে, খেলে বেড়ায় সারা আকাশময়। সেই অনুরঞ্জিত আলোয় অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়। তখন মনে হয়, জগতে আর কেউ নেই, কিছু নেই—শুধু রবীন্দ্রনাথ, অন্তহীন আদিগন্ত রবীন্দ্রনাথ...। দুচোখে জল ঝরে অনিবার।

রবীন্দ্রনাথ শুধু আবেগ নয়, রবীন্দ্রনাথ একটা শক্তির নাম, অসম্ভব একটা শক্তি। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের তেজস্করী ক্ষমতার থেকেও এই শক্তি বেশি। এই শক্তিই তখন মাংসের মধ্যে, হাড়ের ভিতরে, রক্তের কণিকায়, মজ্জার গভীরে ঢুকে গিয়ে আলোড়ন তোলে। আমাকে বাঁচতে শেখায়, আমাকে লিখতে শেখায়—

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে
ওগো কান্ডারি কে গো তুমি কার
হাসি-কান্নার ধন
ভেবে মরে মোর মন...

আমি ভাবতেই থাকি...।

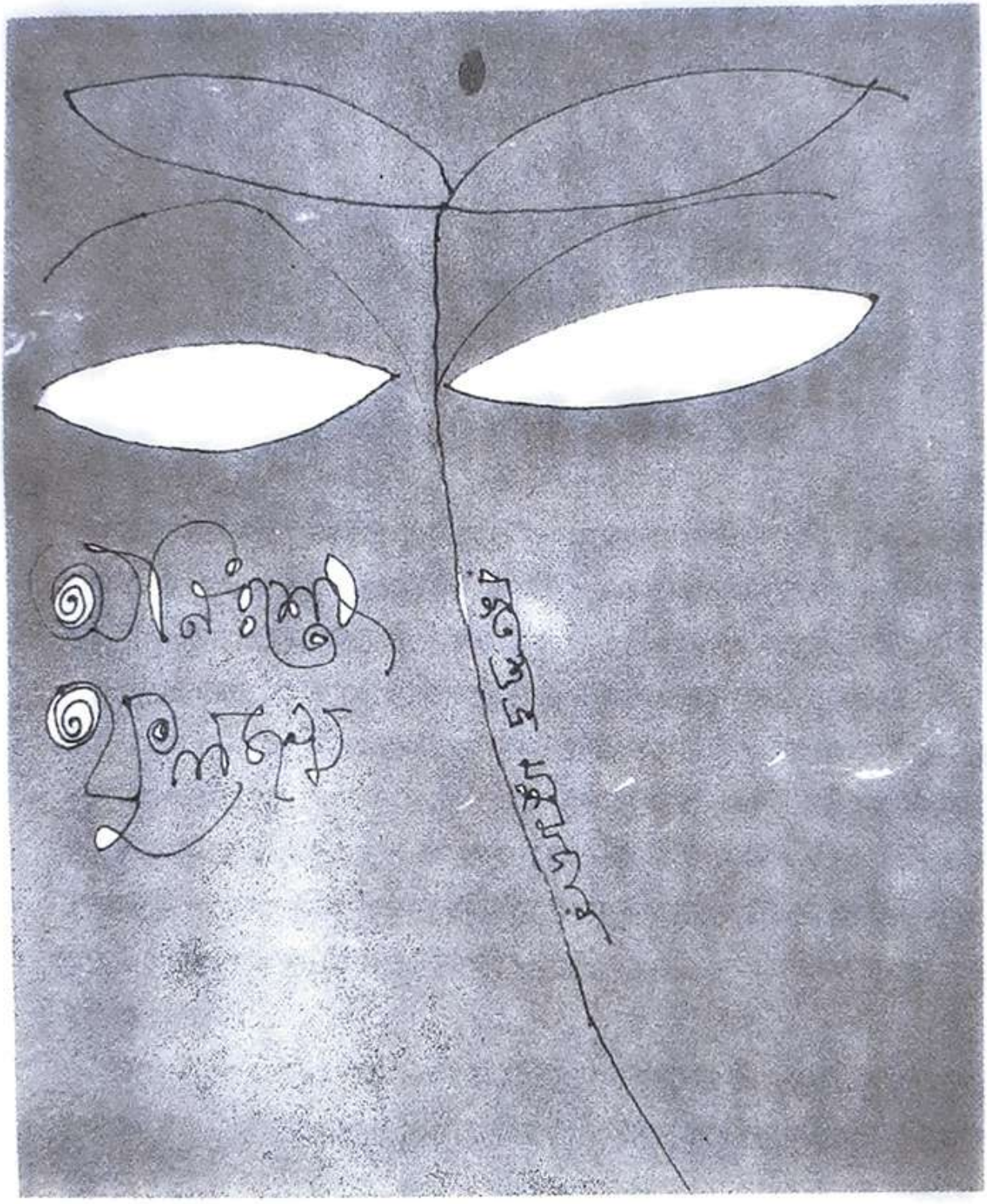

রজতশুভ্র মজুমদার-এর কাব্যগ্রন্থ
'অনিঃশেষ ফুলজন্ম'-এর প্রচ্ছদ

শিল্পী : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আমার কবিতা-পড়া, কবিতা-লেখা...

আমার কবিতা-পড়া, কবিতা-লেখায় রবীন্দ্রনাথের জায়গা কতখানি সে-বিশ্লেষণে যেতে গেলে মনে হয় না অন্য বিষয়ে আলোচনার জায়গা থাকবে এ-কাগজে। বরং রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদী অবদানটুকু, যা ইতিপূর্বে বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও সুযোগের সদ্ব্যবহারের ইচ্ছে রইল, সসম্ভ্রমে সরিয়ে রেখে, একটু অন্য কবিদের দিকে তাকানো যাক। রবীন্দ্রসমসাময়িক বাংলা কবিতায় যে দুজনের কবিতা আমার সব থেকে পছন্দের তাঁরা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মূলত এই কারণে যে, তীব্র রবীন্দ্রযুগেও তাঁরা রবীন্দ্রপন্থা প্রত্যাখ্যান করে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম বাঁক বদলের দিশা দেখান, যদিও আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে তাঁদের radical distance বা মূলগত দূরত্ব বেশ কয়েক যোজন।

উত্তর-রৈবিক যুগের বাংলা কবিতায় তিরিশের দশকের জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু—আমার অত্যন্ত প্রিয়। অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমে বৈদেহিকতা কখনোই সেভাবে টানে না। চল্লিশের দশকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভালো লাগে; তবে উত্তাল করেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যাঁরা শুধু সমাজ-বিপ্লবের কবি মনে করেন, আমি তাঁদের দলে নই। তাঁর কবিতায় প্রেম আছে, প্রকৃতি আছে, আছে অদ্ভুত 'মিস্টিসিজম', খুঁজে নিতে হয়।

পঞ্চাশের কবিদের উত্তাল তরঙ্গ মনের গহনে চিরচঞ্চলতার উন্মাদনা তৈরি

করে। দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতার স্বাদ—এসবের বাইরেও সুনীল-শক্তির নারী, প্রেম ও শরীরের দুর্দমনীয় ভাস্কর্য হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। আর শঙ্খ ঘোষ—আমার প্রাণের কবি।

পাথরও তখন টলবে
আর রক্তে সিঁদুর গলবে
নীল শরীরে তখন সমস্ত ক্ষত
তারার মতন জ্বলবে...

সত্যিই কত অনিদ্রার রাতে তাঁর কবিতার স্পর্শে, ছন্দের আকুতিতে নীল শরীরের সমস্ত ক্ষত তারার মতন জ্বলে ওঠে!...

পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের আরও অনেকে—আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, কিংবা সত্তরের মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, শ্যামলকান্তি দাশ, রাজকুমার রায়চৌধুরী, উদয়ন ভট্টাচার্য—এঁরা শুধু প্রিয় কবিই নন, কাছের মানুষও।

যে সমস্ত বিদেশি কবির কবিতা আমাকে প্রাণিত করে, তার মধ্যে সিলভিয়া প্লাথ-এর 'কলোসাস অ্যান্ড আদার পোয়েমস' অন্যতম। কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই একমাত্র কাব্যগ্রন্থে টিউলিপ ফুলের সেই অবর্ণনীয় বর্ণনা, কিংবা আত্মহননের আভাস দিতে গিয়ে কবিতার ভিতর যে অতি সূক্ষ্ম শিল্পিত 'ironical terror'-এর চোরাস্রোত শীর্ণ নদীর মতো বহমান তা আমেরিকান কবিতার স্রোতে উত্তাল তরঙ্গের তুফান তোলে। অপর বিখ্যাত আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ড-এর অনেক কবিতাই ভালো লাগে, যদিও Imagism Movement-এর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া সমর্থন করি না। ১৯২৮ এ প্রকাশিত টি এস এলিয়টের সম্পাদনায় পাউন্ডের 'সিলেক্‌টেড পোয়েমস' একটি অসাধারণ সংকলন গ্রন্থ। নাইজেরিয়ার কবি চিনুয়া আচেবে, রাশিয়ান কবি আনা আখমাতোভা, আমেরিকার স্যাম হ্যামিল, শ্যারন ওল্ডস্ এর কিছু কিছু কবিতাও ভীষণ ভালো লাগে।

এলিয়টের 'Objective Correlative' তত্ত্বে আমি খুব একটা বিশ্বাসী নই। 'Essay on Hamlet' (1919)-এ এলিয়ট বলছেন : 'The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective correlative'; in other words, a set of objects, a situation, a chain of

events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts are given, the emotion is immediately evoked.' তাহলে 'set of objects, situation, chain of events' না বানালে অর্থাৎ 'external facts' ব্যতিরেকে, 'emotion' express করা যায় না? তাহলে

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণি জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি

এখানে 'external facts' লাগে? আমি মনে করি না।

আমার অত্যন্ত প্রিয় কবি জন কিটস্-এর 'Negative Capability' তত্ত্ব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয় আমার। এই termটি তিনি ব্যবহার করেছেন একজন কবির 'essential quality' বোঝাতে— 'when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason...' [letter to George and Tom Keats 21-27 December, 1817] এবং এই 'Negative Capability'-র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি যা বলেছেন তা একজন প্রকৃত কবির কবিজন্মের চূড়ান্ত সত্য ও সারাৎসার বলে মনে হয়—'With a great poet the sense of Beauty overcomes every other consideration...'

কবিতাকে যাঁরা 'নির্মাণ' বলেন, আমি ঠিক তাঁদের দলের নই। অবশ্যই কবিতায় কিছু নির্মাণকার্য আছে, কিন্তু তার 'জন্মবীজ'টিকে 'গড়ে তোলা' যায় না, সে 'হয়ে ওঠে'। এই 'হয়ে ওঠা' মহাসৃষ্টির রহস্যের মতোই ব্যাখ্যার অতীত। আর এখানেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখা প্রশাখার সঙ্গে কবিতার আদর্শগত ও মূলগত পার্থক্য মনে হয়। কবিতা আমার কাছে একটা অনুভূতির নাম—তার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ নিয়ে সে কখন ফুটবে তা কোনো নির্মাতাই সম্ভবত নির্ধারণ করে দিতে পারেন না। তার প্রস্ফুটনের প্রত্যাশায় তৃষাক্লিষ্ট চাতকের মতো বসে থাকি—সমস্ত দিন, সমস্ত রাত। সহসা কোনো অনপেক্ষিত সন্ধ্যায় কিংবা অনবধানের রাতে অনন্ত নিঃসঙ্গতার চূড়ান্ত ব্রাহ্মমুহূর্তে কেউ আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়। আমি জানি না কে ওইসব শব্দ আমাকে দিয়েছে, কোথা থেকে আমি পেয়েছি; কিন্তু ওইসব শব্দই আমার মন্দির, ওইসব শব্দই আমার ঈশ্বর।

বাণিজ্যসফলতা আমার কবিতা-লেখার আকাঙ্ক্ষা নয়। আমার কবিতা-লেখা কোনো অব্যক্ত প্রতিহিংসার আগুনে অঙ্গীকার করা অগ্নিশুদ্ধি নয়। বিগতস্পৃহ বিকেলের